গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
গণপূর্ত অধিদপ্তর
হিসাব শাখা-১
পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.pwd.gov.bd

জরুরি
সীমিত

তারিখ: ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
২৪ মে ২০২৩

স্মারক নম্বর: ২৫.৩৬.০০০০.২৩১.১৪.১১৯.২০.৩৯২

বিষয়: ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযোদ্ধা চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গনহত্যার ব্যবহৃত বধ্যভূমি সমূহ সংরক্ষন ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়ে) শীর্ষক প্রকল্পের কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ।

সূত্র: প্রকল্প পরিচালক (অঃদাঃ) ও উপসচিব (হিসাব) এর স্মারক নং/২০২১-৬৩৩ তারিখ-০৯ মে ২০২৩ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে বর্ণিত প্রকল্পের কাজে চলতি ২০২২-২০২৩ আর্থিক সালে খরচ করার জন্য মোট ২১.২৫ লক্ষ (একুশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা নিম্ন বর্নিত বিভাজন মোতাবেক বরাদ্দ করা হলো।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	উপ-কোড	উপজেলার নাম	গণপূর্ত বিভাগ	নির্মানাধীন বধ্যভূমি	বরাদ্দকৃত টাকা	গণপূর্ত সার্কেল
০১	৪১১১৩০১ (স্মৃতিসৌধ	ফুলপুর	ময়মনসিংহ	ঠাকুর বাখাই বধ্যভূমি	২১.২৫	ময়মনসিংহ
				মোট=	২১.২৫	

সূত্রস্থ স্মারকের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক (অঃদাঃ) ও উপসচিব (হিসাব), ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযোদ্ধা চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গনহত্যার ব্যবহৃত বধ্যভূমি সমূহ সংরক্ষন ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়ে) শীর্ষক প্রকল্প, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয়, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক ঢাকা কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত মোট ২১.২৫ লক্ষ টাকা ১৫৭-মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রকল্প কোড নং ২২৪২৭২৬০০ "১৯৭১ এ মহান মুক্তিযোদ্ধা চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গনহত্যার ব্যবহৃত বধ্যভূমিসহ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়ে)" শীর্ষক প্রকল্প খাতের ২০২২-২০২৩ আর্থিক সালের বাজেট বরাদ্দ হতে সংকুলান করতে হবে। উক্ত অর্থ সকল প্রকার আর্থিক বিধি-বিধান, নিয়মাচার যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ/ পালন পূর্বক খরচ করতঃ এ অধিদপ্তরকে অবহিত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। উক্ত অর্থ খরচ করার পূর্বে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে :

শর্তসমূহঃ

(ক) প্রত্যাশি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করতে হবে।
(খ) কাজ সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে প্রত্যাশি সংস্থার নিকট হতে প্রত্যয়ন পত্র প্রাপ্তির পর চুড়ান্ত বিল পরিশোধ যোগ্য।
(গ) বরাদ্দকৃত অর্থ চলতি অর্থ বছরে খরচ করতে হবে এবং খরচের হিসাব অত্র দপ্তরের/ প্রত্যাশি সংস্থার নিকট প্রেরণ করতে হবে।
(ঘ) বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম উদঘাটিত হলে বিল পরিশোধকারী দায়ী থাকবে।
(ঙ) ছাড়কৃত অর্থের অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) যথা সময়ের মধ্যে এ দপ্তরের নিকট সমর্পণ করতে হবে।
(চ) মঞ্জুরী পত্রে বর্ণিত সকল শর্ত পালন করতে হবে।
(ছ) পৃষ্টাংকন পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতে হবে।

২৫-৫-২০২৩
মোঃ মাহাবুব হাসান